

David Hare

ডেবিড হেয়ারের জীবন চরিত।

শ্রীপ্যারীচাঁদ মিত্র

প্রণীত।

কলিকাতা।

৪৩—১ ভবানীচরণ দত্তের লেন।

নূতন আর্য্য যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৫।

ভূমিকা।

ইতিপূর্ব্বে হেয়ার সাহেবের জীবন চরিত ইংরাজিতে লেখা হইয়াছে। এক্ষণে স্ত্রীলোক ও ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জন্য তাঁহার জীবনের সংক্ষেপ বিবরণ বাঙ্গলাভাষায় লেখা গেল। যদিও রচনা উৎকৃষ্ট হয় নাই তথাপি যাঁহার গুণকীর্ত্তন করা হইল তিনি মহৎ ও চিরস্মরণীয় লোক ছিলেন। ভরসা করি এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে পাঠকের মনে মহৎভাবের উদয় হইবে।

PREFACE.

It being desirable to make the life of David Hare known to the Hindu females and the classes of the natives who do not know the English language, I have prepared this short memoir of that Philanthropist "the father of native education", which I trust will prove useful

ডেবিড হেয়ারের জীবন চরিত।

বিলাতে হেয়ার সাহেবের পিতা ঘড়ি প্রস্তুত ও মেরামত করিতেন। স্কট্লণ্ডের এবর্ডিন দেশস্থ এক নারীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার চারি পুত্র জন্মে, জোসেফ, আলেক্জণ্ডর, জান্ ও ডেবিড। কলিকাতায় আসিবার অগ্রে ডেবিড এবর্ডিন দেশে আপন মাতৃসম্বন্ধীয় কুটুম্ব সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। পরে ডেবিড কলিকাতায় আইলে আলেক্জণ্ডর এখানে আইসেন ও এক কন্যা রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। জান্ও ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ও ধন উপার্জ্জন করিয়া বিলাতে জোসেফের সহিত বাস করেন।

১৭৭৫ সালে স্কট্লণ্ডে ডেবিড হেয়ারের জন্ম হয়। পাঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে পর, তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। কয়েক বৎসর ঘড়ির কার্য্যে হেয়ার সাহেব ধন সঞ্চয় করত, তাঁহার বন্ধু গ্রে সাহেবকে আপন কার্য্য অর্পণ করিলেন। প্রায় অধিকাংশ ইংরাজেরা

এখানে আসিয়া ধন উপার্জ্জন করত স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এদেশ অপেক্ষা স্বদেশ তাহাদিগের পক্ষে সর্ব্ব প্রকারে প্রার্থনীয় আর এদেশে থাকিবার কোন বন্ধন নাই। হেয়ার সাহেবেরও এখানে কোন বন্ধন ছিল না——বিলাতে তাঁহার ভ্রাতারা ও ভ্রাতাদিগের পরিবার ছিল কিন্তু তিনি সকল পার্থিব ভাব পরিত্যাগ করিয়া এদেশে কিপ্রকারে বিশেষরূপে পরোপকার করিতে পারেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ভদ্র ভদ্র হিন্দুদিগের বাটীতে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে তাঁহাদিগের সহিত সংমলন হয় তাহাতেই উদ্যত হইলেন। কি নাচ, কি যাত্রা, কি কবি, কি আকড়াই, কি খেম্‌টানাচ, কি পাঁচালি, কি বুলবুলের লড়াই সকলেতেই হেয়ার সাহেব আহূত হইলে বসিয়া আমোদ করিতেন। উপরোক্ত আমোদ ভিন্ন ঐ সময়ে অন্যান্য কৌতুক ছিল। কোন কোন স্থানে সন্দেশের মজলিস অর্থাৎ গোল্লা বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া বৈঠকী সঙ্গীত হইত। কোন কোন স্থানে মানুষ পক্ষির সভা অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ খাঁচার ভিতর মনুষ্য পক্ষীস্বরূপ থাকিতেন——সভায় আনীত হইলে কেহ কাক, কেহ কাদাখোঁচা, কেহ সারস, কেহ বক এইরূপ নানা পক্ষীর প্রকৃতি দেখাইতেন ও মধ্যে মধ্যে গান করিতেন যথা "কুকড় কিং ন্যাকৃ জ্যাকৃসন, গুলবর জ্যাকৃসন, ··· নিগ্রি জ্যাকুসন, কু—— ভু—।" কিয়ৎকাল বাবুদিগের

সহবাসে হেয়ার সাহেব দেখিলেন যে বাঙ্গা- লিদের মধ্যে বাঙ্গালা কি ইংরাজি কিছুই উত্তমরূপে অনুশীলিত হইতেছে না— স্থানে স্থানে যে পাঠশালা ছিল তাহা দেখিয়া এই স্থির করিলেন যে পাঠ্য পুস্তকের অভাব। ছাত্রেরা কেবল কিঞ্চিৎ অঙ্কবিদ্যা, পত্র লেখা, জমাওয়াসিল বাকি, গুরুদক্ষিণা ও গঙ্গার বন্দনা শিখিতেছে, কিন্তু শুদ্ধ লেখনে ও কথা কহিতে অক্ষম। ইংরাজিও সামান্য রূপে শিক্ষা হইতেছে। ভাল পুস্তক নাই, ভাল শিক্ষক নাই।এই অভাব সকল ক্রমে কিসে দূর হয় এই চিন্তায় তিনি অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতি ইহারা ঐ সময়ের বিজ্ঞ লোক ছিলেন। সুপ্রীমকোর্টের প্রধান জজ স্যার হাইড ইষ্ট এতদ্দেশীয় লোকদিগের বড় হিতকারী ছিলেন। হেয়ার সাহেব তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন এই নগরে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় হইলে বাঙ্গালিদিগের উন্নতি হয়। স্যার হাইড ইষ্ট এই প্রস্তাব বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে জ্ঞাত করিয়া বলিলেন তুমি প্রধান প্রধান হিন্দুদিগের নিকট যাইয়া এবিষয়ে তাহাদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা যাহা বলেন তাহা আমাকে আসিয়া বল। এই সংবাদ শুনিয়া হেয়ার সাহেব সকলের নিকট যাইয়া আনুকূল্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই জন্য

সকলেই বৈদ্যনাথ বাবুর নিকটে ঐ প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। পরে বৈদ্যনাথ বাবু স্যার হাইড ইষ্টের নিকট আসিয়া তাঁহার প্রস্তাবে স্বদেশীয় প্রধান প্রধান লোকের সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর স্যার হাইড ইষ্টের বাটীতে কয়েক বৈঠকে এই ধার্য্য হইল যে এতদ্দেশীয় বালকগণের শিক্ষার্থে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত করা কর্ত্তব্য। সকল কার্য নিরুদ্বেগে সমাহিত হয় না। ঐ সময়ে রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় কলিকাতায় বড় গোলযোগ হইয়া উঠে। যাহাতে সতীদাহ নিবারণ হয়—পৌত্তলিকতা উঠিয়া যায় ও এক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা সকলে করেন, এই জন্য রামমোহন রায় প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র হইতে উক্ত মতের পোষকতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন—গায়ত্রী যাহা গোপন ছিল তাহা প্রকাশিত হইল. ও ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং" মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহারা সাকার উপাসক তাহারা একেবারে চটিয়া উঠিলেন ও রামমোহন রায়ের নাম শুনিলে বলিতেন—ও পাষণ্ডের নাম করিও না—ওটা নাস্তিক। জনরব হইল যে রামমোহন রায় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের এক জন অধ্যক্ষ হইবেন। কলিকাতায়ও অনেকেই রামমোহন রায়ের দ্বেষ্টা ছিলেন। যাঁহারা যাঁহারা প্রস্তাবিত বিদ্যালয় স্থাপনে আনুকূল্য স্বীকার করিয়াছিলেন এক্ষণে বৈদ্যনাথ বাবুকে ডাকাইয়া

বলিলেন—শুনিতেছি রামমোহন রায় না কি প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের এক জন অধ্যক্ষ হইবেন? তাহা হইলে ওবিষয়ে আমাদিগের সহিত কোন সংস্রব থাকিবে না, নাস্তিকের সঙ্গে কে কার্য্য করিবে? বৈদ্যনাথ বাবু একটী শুভ কার্য্য সাফল্যে হৃষ্টচিত্ত ছিলেন, এক্ষণে এই কথা শুনিয়া ম্লান হইলেন ও মন্দগতিতে স্যার হাইড ইষ্টেরনিকটে যাইয়া অশুভ সংবাদ প্রচার করিলেন। স্যার হাইড ইষ্ট সুপেরেম কোর্টের প্রধান জজ ও সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ ও বৈদ্যনাথ বাবু ও উচ্চকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ কিন্তু দুইজনে নিরুপায় হইয়া থাকিলেন। সকল কর্য্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি চাই। যে উপায়ে কার্য্য দর্শে এমন বুদ্ধি সকলের উপস্থিত হয় না—পরিষ্কার বুদ্ধি অভাবে উদ্দেশ্য সাধনে অনেক গোলযোগ ও হানি হয়। কোন্ পথ অবলম্বন করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহা হেয়ার সাহেব ভাল বিবেচনা করিতে পারিতেন। তিনি দেখিলেন যে রামমোহন রায়কে নিরস্ত করাই শ্রেয়ঃ কল্প। এই ধার্য্য করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন যে তিনি অধ্যক্ষতা হইতে ক্ষান্ত না হইলে প্রস্তাবিত বিদ্যালয় স্থাপিত হয় না। রামমোহন রায়ের উদার চরিত্র ছিল তিনি দেশের হিত সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন—আপন যশ ও গৌরব অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিতেন। রামমোহন রায়ের এই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা হইলে যাহারা আপত্তি করিয়াছিলেন তাহারা সকলে স্যার হাইড ইষ্টের বাটীতে উপস্থিত হইয়া অর্থ প্রদান পূর্ব্বক বিদ্যালয়

স্থাপন করিলেন। কালেজের নিয়মাদি কয়েক বৈঠকে ধার্য্য হইল। হেয়ার সাহেব উপস্থিত থাকিয়া সৎপরামর্শ প্রদান করেন। হিন্দুকালেজ স্থাপন জন্য হেয়ার সাহেব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারিতে হিন্দু কালেজ গরাণহাটা গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে স্যার হাইড ইষ্ট, হেরিংটন সাহেব ও হেয়ার সাহেব উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত বাঙ্গালীদিগকে বৈদ্যনাথ বাবু বলিলেন—এই বিদ্যালয় এক্ষণে বীজ স্বরূপ—পরে বট বৃক্ষের আকার ধারণ করত অনেককে স্বীয় ছায়া দ্বারা শীতলতা প্রদান করিবে। হেয়ার সাহেব হিন্দুকালেজে প্রতিদিবস আসিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। পটলডাঙ্গায় তাঁহার কিছু ভূমি সম্পত্তি ছিল কালেজ বাটীর জন্য তিনি তাহা দান করিলেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ শে ফেব্রুয়ারিতে হিন্দুকালেজের বাটী নির্ম্মাণের সূত্রপাত হয়। একবৎসরের মধ্যে বাটী প্রস্তুত হয় ও হেয়ার সাহেব কমিটীর অবৈতনিক মেম্বর হয়েন। হিন্দু কালেজের কার্য্য এইরূপে চলিতে লাগিল।

এদেশের হিতার্থে হেয়ার সাহেব কেবল হিন্দুকালেজে লিপ্ত ছিলেন না। ১৮১৭ সালে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী স্থাপিত হয়। এই সভার অভিপ্রায় যে, পাঠশালার জন্য ইংরাজী ও এতদ্দেশীয় ভাষায় পুস্তক সকল প্রস্তুত হইয়া

অল্প অথবা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে। এই সভার সভ্য কয়েকজন ইংরাজ ও বাঙ্গালী ছিলেন। পরে তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, যে এই নগরে কতিপয় বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এজন্য ১লা সেপ্টেম্বর ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে টৌনহলে এক প্রকাশ্য সভা হয়। ঐ সভায় এই ধার্য্য হয়, যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটী নামক এক সভা স্থাপিত হউক ও এই সভার অভিপ্রায় এই যে, বঙ্গদেশীয় লোকদিগের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিস্তার জন্য যে সকল পাঠশালা আছে, তাহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনানুসারে পাঠশালা সংস্থাপন আবশ্যক। আর, এই সকল পাঠশালায় যে সকল ছাত্র বিখ্যাত হইবে তাহাদিগকে উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা যাইবে। হেয়ার সাহেব উক্ত দুই সভারই সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা স্কুল সোসাইটীর সম্পাদক হইলেন ও সকল পাঠশালারই তত্ত্বাবধান করিতেন। যে পাঠশালা আড়পুলীতে ছিল তথায় হেয়ার সাহেব অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন। এই পাঠশালায়, বিখ্যাত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গভাষা শিখেন—প্রথমে কলা পেতে পড়ো শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৮২৩ সালে এই পাঠশালার নিকটে এক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যে যে বালক পাঠশালাতে বিখ্যাত হইত তাহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত। সমস্ত নগর চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক এক খণ্ডস্থ পাঠশালা সকল এক এক জনের অধীনে

ছিল। তাঁহারা আপন আপন বাটীতে প্রধান প্রধান বালকদিগকে বৎসরের মধ্যে তিনবার পরীক্ষা করত তাহাদিগকে ও গুরুমহাশয়দিগকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিতেন। প্রতিবৎসর, কলিকাতায় যত পাঠশালা ছিল তাহার ছাত্রদিগের পরীক্ষা রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে হইত এবং ঐ পরীক্ষা দ্বারা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল যে বঙ্গভাষা উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে। এই বাৎসরিক পরীক্ষা কালীন ফিমেল সোসাইটীস্থ বালিকাদিগের পরীক্ষা হইত ও তাহাদের ব্যুৎপত্তি সকলের সন্তোষজনক হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় বালকেরা যে বঙ্গভাষা বিশেষ করিয়া শিক্ষা করেন ইহাই হেয়ার সাহেবের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। আড়পুলীর ইংরাজী স্কুলে যাহারা প্রেরিত হইত তাহারা পাঠশালায় প্রাতে ও বৈকালে আসিয়া বঙ্গভাষা শিখিত। এইরূপ প্রথা হওয়ায় নিকটস্থ অন্যান্য পাঠশালার বালকদিগের বঙ্গভাষায় অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছিল। হেয়ার সাহেবের তদারকের গুণে আড়পুলীর ছাত্রেরা বিখ্যাত হইয়া কেহ কেহ ইংরাজীস্কুলে ও কেহ ২ হিন্দু কালেজে প্রেরিত হইল। যাহারা হিন্দু কালেজে যাইত তাহারা প্রশংসা ভাজন হইত। ১৮২০ সালে কলিকাতা জুভিনাইল সভা স্থাপিত হয়। এই সভার অধীনে শ্যামবাজার, জানবাজার ও ইটেলীতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময়ে রাজা রাধাকান্ত

স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক পুস্তক লেখেন ও ঐ পুস্তক উক্ত সভা দ্বারা প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের মর্ম্ম এই যে পূর্ব্বকালে স্ত্রীশিক্ষা এদেশে প্রচলিত ছিল। হেয়ার সাহেব বালিকা-দিগের শিক্ষার্থেও অনুরাগী ছিলেন। ঐবিষয়েও তিনি আপন অর্থ প্রদান করিতেন ও তাহাদিগের পরীক্ষা-কালীন উপস্থিত থাকিতেন। ডাক্তার কেরি ও মার্শমেন এক সভা করেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে শ্রীরামপুরের নিকটস্থ সকল স্থানে বঙ্গভাষা অনুশীলন হইবে। হেয়ার সাহেব এই সভার ব্যয়ার্থ অর্থানুকূল্য করিতেন।

হিন্দুকালেজে যত শিক্ষক ছিল, তাহাদিগের মধ্যে ডিরোজিও কৌশল ক্রমে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিতেন, এজন্য কতিপয় শিষ্য অবকাশ পাইলেই তাঁহার নিকটে যাইত। তাঁহার শিক্ষার এই ফল দর্শিল যে ছাত্রেরাধর্ম্মজ্ঞান-বিষয়ে অনেক উন্নতি লাভ করিল কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগের বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অখাদ্য ভোজন, অপেয় পান, আর হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা ও বিদ্রূপ অনেক পরিবারে প্রকাশ পাইল। কালেজের কমিটী বৈঠক করিয়া ডিরোজিও সাহেবকে বিদায় করিলেন। কালেজে হেয়ার সাহেবের পরোপকারিতা ছাত্রদিগের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

১৮৩০ সালে হিন্দুকালেজের ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মাধবচন্দ্র মল্লিকের বাটীতে হেয়ার সাহেবের প্রতি

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করণার্থ এক সভা করিলেন। তাহাতে এই ধার্য্য হইল যে হেয়ার সাহেব কায়িক পরিশ্রমে ও অর্থ-ব্যয়ে এদেশের লোকের বিশেষ উপকার করিয়াছেন এজন্য তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি রাখা কর্ত্তব্য। এক প্রশংসা পত্র পার্চমেণ্টে লিখিত হইয়া হেয়ার সাহেবকে প্রদত্ত হইলে তিনি এই বক্তৃতা করেন।

"এদেশে আসিয়া দেখিলাম, যে এখানে নানা-প্রকার দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতেছে—ভূমির উৎপাদিকা ও অর্থপ্রদ শক্তিঅক্ষয়—লোক সকলও বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী এবং অন্যান্য সভ্যদেশের লোকদিগের ন্যায় ক্ষমতাবান, কিন্তু বহুকালাবধি কুশাসন ও প্রজাপীড়ন হেতু এদেশ একেবারে অজ্ঞানতায় আবৃত হইয়াছে। এদেশের অবস্থা সংশোধন জন্যইউরোপীয় বিদ্যা ও বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রচার করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। যে বীজ আমা কর্ত্তৃক বপিত হইয়াছে, তাহা একণে বৃক্ষরূপে স্বপ্রকাশ—উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতেছে এবং তাহার সাক্ষী আমার চতুষ্পার্শ্বে রহিয়াছে।"

হেয়ার সাহেবের যে ছবি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা তাঁহার স্কুলে বর্ত্তমান আছে। কঠোপনিষদে লিখিত আছে যে প্রায় অধিকাংশ লোক প্রেয়পথ অবলম্বী—শ্রেয়ঃপথ অবলম্বী অতি অল্প লোক। প্রেয়, ইন্দ্রিয় তুষ্টিজনক—মান ও গৌরব বর্দ্ধক। শ্রেয়ঃ নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান—বিঘ্ন ও কঠোরতা অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিকতায় বিলীন হওন।

মহা মহা পণ্ডিতেরাও প্রেয়পথ অবলম্বী হয়েন ও সামান্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন করে। প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃ অনুষ্ঠান করা স্বভাবতঃ হইতে পারে ও উপদেশাধীন না হইতে পারে। যে সকল লোকের আত্মবল অধিক তাহারাই শ্রেয়ঃ অবলম্বী। হেয়ার সাহেব সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার আহার সামান্য ছিল—মদ্যমাংসে রুচি ছিল না—তিনি বলিতেন এদেশের ঋষিরা মিতাহারী ছিলেন—এটি বড় উত্তম। এদেশের মিঠাই, সন্দেশ, চন্দ্র পুলি, ডাবের জল ও মদ্গুর মৎস্য ভাল বাসিতেন। প্রাতে তিন চারি খানি টোষ্ট, দুইটি ডিমসিদ্ধ ও এক পিয়ালা চা খাইয়া বাহির হইতেন, রাত্রে সামান্য আহার করিতেন। তাঁহার আত্মা, এক ভাবেই থাকিত—কি প্রকারে পরোপকার সাধন করিতে পারেন—এই তাঁহার ভাবনা—এই তাঁহার চিন্তা—এই তাঁহার তৃষ্ণা। প্রতিদিন দশটার মধ্যে পালকীতে ঔষধ ও পুস্তক পুরিয়া কালেজে আসিতেন। তাহার পর আপন স্কুলে যাইতেন। রেজিষ্টরি দেখিয়া যে যে বালক অনুপস্থিত তাহাদিগের তালিকা করিতেন। পরে প্রত্যেক শ্রেণীতে যাইয়া প্রত্যেক বালক কেমন পড়িতেছে ও কিরূপ ব্যবহার করিতেছে তাহার অনুসন্ধান করিতেন। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের যাহা বক্তব্য তাহা শুনিতেন ও যাহাকে যে পরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য তাহা দিতেন। তিনি মানব স্বভাব

জান বুঝিতেন ও যে বালকের যে দোষ তাহা শীঘ্র অনুধাবন করিতে পারিতেন। যে বালকের যে যে বিষয়ে দুর্বলতা থাকিত তাহাকে প্রকারান্তরে যথাযোগ্য ঔষধ প্রদান করিতেন। কুপ্রবৃত্তি বিনাশ করিয়া সুপ্রবৃত্তি প্রদানে তাঁহার বিশেষ কৌশল ছিল। প্রত্যেক বালক বাটীতে কিরূপে সময় ক্ষেপণ করে ও কি প্রকার বালকের সহিত একত্রে থাকে ও পরিবারের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে এই সকল সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিতেন। বালকদিগের পিতা মাতা কর্ত্তৃক যাহা না হইত, তাহা হেয়ার সাহেব করিতেন। সকল বালকের সুপ্রবৃত্তি দর্শনে, তাঁহার অকৃত্রিম আহ্লাদ জন্মিত। কোন বালকের কুনীতি অথবা আলস্যের সংবাদ শুনিলে, তাঁহার মর্ম্মবেদনা হইত। বালকদিগকে, যেন স্বীয় মেষপাল জ্ঞান করিতেন—সকলেই সুপথে গমন করিতেছে এই দর্শনে, তাঁহার চিত্তে উল্লাস হইত। যে যে বালক অনুপস্থিত হইত অনুপস্থিতির কারণ লোক দ্বারা অথবা তাহার বাটীতে আপনি গিয়া জানিতেন। বালকের পীড়া হইলে তাহার নিকট দিবা রাত্রি আপনি বসিয়া ঔষধ সেবন করাইয়া আরোগ্য করিতেন। কদাচিৎ কাহারও পীড়ার সংবাদ না পাইলে বিরক্ত হইতেন। যে প্রকারেই হউক পরোপকার করিতে পারিলেই আহ্লাদিত হইতেন। যে সকল বালক গ্রাসাচ্ছাদন বিহীন তাহাদিগকে অন্ন ও বস্ত্র দিয়া বিদ্যাশিক্ষা করাইতেন। যাহারা

পুস্তকাদি অভাবে পড়িতে পারিতনা, তাহাদিগকে পুস্তকাদি দিতেন। যাহারা লেখা পড়া শিখিয়া জীবিকার জন্য ব্যাকুল, তাহাদিগকে সুপারিস দ্বারা কর্ম্ম করিয়া দিতেন। তিনি পর দুঃখে দুঃখী, পরসুখে সুখী, দুঃখ দেখিলে দুঃখ বিমোচন করিতেন—এজন্য পরিশ্রমকে পরিশ্রম জ্ঞান করিতেন না। যদি কোন কারণ বশতঃ আশুপ্রতিকারে অশক্ত, তত্রাচ দুঃখ বিমোচনের বাসনা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিত। একদা এক স্বামী হীনা নারী পুত্রকে স্কুলে ভর্ত্তি করিবার জন্য তাঁহার নিকট আইল। হেয়ার সাহেব বলিলেন ক্লাসে স্থান নাই। ঐ বিধবা স্ত্রীলোক দুঃখেতে অশ্রু পাত করিতে২ চলিয়া গেল। যিনি সামান্য দুঃখ দেখিলে কাতর হইতেন, তিনি যে দুঃখিনী স্বামীহীনার রোদনে অধিক কাতর হইবেন, তাহার আশ্চর্য্য কি? নিকটে একজন বাবু বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া হেয়ার সাহেব ঐ দুঃখিনী নারীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ দুঃখিনী আপন কুটীর হইতে বাহির হইয়া পরিচয় দিল। হেয়ার সাহেব দুঃখেতে কাতর হইয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া বলিলেন তুমি রোদন করিওনা, তোমার পুত্রের ভরণ পোষণ ও অধ্যয়ন করাইবার ভার আমি লইলাম। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। হেয়ার সাহেব সকল বালককে সমভাবে দেখিতেন—সকলের হিতার্থে সমান যত্ন করিতেন ও সকল বালক মনে করিত যে আমাকে হেয়ার সাহেব যেমন ভাল বাসেন

তেমন আর কাহাকেও ভাল বাসেন না। মনের কার্য্য পরিমিত—তারতম্য হয়—সর্ব্বজীব সমদৃষ্টি করিতে মন অক্ষম কিন্তু আত্মার প্রকৃতি সমদর্শন—আত্মা যত মুক্ত তত নির্বিশেষ শক্তি প্রকাশ করে।

দুঃখী দরিদ্র বালকেরা অধিক দিন পাঠশালায় থাকিতে পারেনা। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাহারা ব্যস্ত হইবে, এজন্য তাহারা কেমন লেখে তাহা প্রতিদিবস বৈকালে আপনি দৃষ্টি করত লেখার দোষ দর্শাইতেন ও লেখা এইরূপ প্রকারেকে সংশোধিত হইত।

হেয়ার সাহেব দুর্গোৎসবকালীন দুঃখী ও দরিদ্র বালক ও তাহাদিগের ভগিনী এবং মাতাদিগকে বস্ত্রাদি দিতেন। উৎসব কালীন কি ধনী, কি নির্ধনী, সকলের বাটীতে তিনি গমন করিতেন, এই জন্য আবাল, বৃদ্ধ, যুবা ও কুলনারীরা তাঁহাকে ভালরূপে জানিতেন। পটলডাঙ্গায় স্কুলসোসাইটির স্কুল যাহা হেয়ারস্কুল নামে এক্ষণে বিখ্যাত, ঐ স্কুলের ছাত্রদিগের পাঠ্য পুস্তকের ও কাগজ কলমের ব্যয় হেয়ার সাহেব আপনি দিতেন। আড়পুলিতে যে পাঠশালা ছিল, তাহারও সমস্ত ব্যয় তিনি দিতেন। বাঙ্গালিদিগের হিতার্থে তিনি অন্যের নিকট ভিক্ষুক হয়েন ও আপনি লক্ষ ২ টাকা ব্যয় করেন। হিন্দুকালেজের দক্ষিণ ও পশ্চিমে তাহার অনেক ভূমি ছিল, ঐ সকল ভূমি বিক্রয় করিয়া এতদ্দেশীয় লোকদিগের মঙ্গলার্থে ব্যয় করেন। যখন তাঁহার

হস্তে টাকা অল্প হইল, তখন তাঁহার চীনদেশীয় এক ধনী কুটুম্বের নিকট হইতে টাকা আনাইয়া ব্যয় করিতে লাগিলেন। ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি বড় পরহিতৈষী প্রযুক্ত হেয়ার সাহেবের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হয়।

হেয়ার সাহেব যে সৎকর্ম্ম করিতেন তাহা প্রশংসা পাইবার জন্য করিতেন না—কেবল আত্মার সন্তোষার্থে করিতেন।

হেয়ার সাহেব মিতাহারী ছিলেন—রুটিতে মাখনদিয়া খাইতেন না। যেমন অন্তরে শান্তভাব, তেমনি শরীরে বিশেষ বল ছিল। তিনি গ্রে সাহেবের সহিত থাকিতেন। এক রাত্রে চা খাইতেছেন—ইতিমধ্যে একজন যুবকের সহিত পদব্রজে গমনের কথা উপস্থিত হইল। হেয়ার সাহেব বলিলেন তুমি আমার সহিত চানকে যাইতে পার? যুবক বলিলেন, হাঁ, পারি। চানক কলিকাতা হইতে সাত ক্রোশ। হেয়ার সাহেব বলিলেন আইস, দেখা যাউক। দুই জনে উঠিলেন। কিছুকাল পরে দুইজনে ফিরিয়া আইলেন। যুবক শ্রান্ত ও বীর্য্যহীন—আস্তে আস্তে আসিতেছেন। হেয়ার সাহেব সবল ও হেয়ার ষ্ট্রিটে আসিয়া দৌড়িয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। একদিবস হিন্দুকালেজের একজন ছাত্রের গাড়ি বাহিরে ছিল। একজন বলবান গোরা, কোচম্যান সহিসের সঙ্গে বিবাদ করিয়া, গাড়ি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। কালেজের চাপরাসি, ব্রজবাসি দরওয়ান

কেহই তাহাকে ধরিতে পারিল না। ইতিমধ্যে হেয়ার সাহেব আসিয়া সকল সমাচার অবগত হইয়া তীরের ন্যায় গমন করত, গোরাকে ধৃত করিয়া থানায় জিম্মা করিয়া দিলেন।

হেয়ার সাহেব পরদুঃখে অথবা ক্লেশে সর্ব্বদা কাতর হইতেন। এক দিবস হেয়ার সাহেব বাটীতে আছেন। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি শ্রাবণের ধারার ন্যায় পড়িতেছে। চন্দ্র শেখর দেব বাবু বৃষ্টিতে ভিজিয়া উপস্থিত। সাহেব আস্তেব্যস্তে তাহাকে এক বস্ত্র পরিধান করিতে দিয়া আপন হস্তে তাঁহার ধুতি ও চাদর নিংড়াইয়া শুখাইতে দিলেন। রাত্রি অধিক হইলে বৃষ্টি ধরিয়া গেল। চন্দ্রশেখরকে সন্দেশ আনাইয়া খাওয়াইয়া আপনি এক বৃহৎ যষ্টি ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। চুনাগলির নিকট আসিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, এই স্থানে মাতওয়লা গোরা থাকে, হয়ত তোমার জন্য তাহাদিগের সহিত হাতাহাতি করিতে হইবে। পরে তাঁহারা নিরুদ্বেগে সে স্থান হইতে গমন করিলেন।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে তিনি মন্দ বালকদিগের সংশোধন জন্য অতিশয় সতর্ক থাকিতেন। যে বালকের প্রতি তাঁহার সন্দেহ হইত, তাহার বাটীতে হঠাৎ উপস্থিত হইতেন। বাটীতে তাহাকে না পাইলে সে যে স্থানে থাকুক অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়া আপন শাসনাধীন করিতেন। অনেক বালক উন্মার্গগামী ছিল, পরে তাহারা

হেয়ার সাহেবের যত্নে সচ্চরিত্রশীল হয়। যে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তি বিনাশ করিয়া সুপ্রবৃত্তি বপন করেন—যিনি পাপ মতিকে ধ্বংস করিয়া আত্মার পুণ্য জ্যোতি প্রকাশ করাইয়া দেন, তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায় সাধন করেন—তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসক।

পূর্ব্বে কলিকাতায় অনেক কুপ্রথা ছিল। স্নানযাত্রার সময় বাবুরা বেশ্যা লইয়া মাহেশে যাইতেন। শোনা গিয়াছে যে এক বাবু সুরাপান করত বজরার মাজিদের সুরাপান করান। তাহারা লোঙ্গর না তুলিয়া সমস্ত রাত্রি দাঁড় বহে ও যেখানকার বজরা সেই খানেই থাকে। এইরূপ ঘটনা হইত, পাছে বাবুদের সঙ্গে কোন বালক গমন করে এজন্য হেয়ার সাহেব সতর্ক থাকিতেন। এরূপে কোন কোন বালককে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বালকেরা পরস্পরের কুৎসা করিত। এক ধনির পুত্র এক বালকের গ্লানি ছাপাইয়া রাত্রিযোগে কালেজে যাইয়া থামেতে মারিয়া দেয়। হেয়ার সাহেব এই সংবাদ পাইয়া এক লাঠান হাতে করিয়া উপস্থিত হইয়া কাগজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, পবলিক্ ইনষ্ট্রক্শন কমিটি এইমর্ম্মে রিপোর্ট করেন,—আমরা গবর্ণমেণ্টের গোচরার্থে ধর্ম্মশীল হেয়ার সাহেবের বিষয় লিখিতেছি। এতদ্দেশীয় লোকদিগের শিক্ষার্থে যে সকল ব্যক্তি যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন,

তাহাদিগের মধ্যে হেয়ার সাহেব অগ্রগণ্য। তাঁহারই পরিশ্রমে এই রাজধানীর বাঙ্গালিরা ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব্ববৎ লোকের কেবল কার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষা হয় নাই। তাহাদিগের এতদূর শিক্ষা হইয়াছিল যে তদ্দ্বারা ইউরোপীয় দর্শনবিদ্যা জানা যায়। হেয়ারসাহেব স্কুল সোসাইটি ও হিন্দুকালেজ স্থাপনে সাহায্য করেন। এই সকল বিদ্যালয়ের তদারক করণ জন্য অনেক বৎসরাবধি তিনি সমস্ত সময় অর্পণ করিয়াছেন। বিদ্যালয় সকল তিনি সর্ব্বদা তদারক করেন। যে বালক ভীরু তাহাকে উৎসাহ দেন—যে অজ্ঞাত, তাহাকে সৎপরামর্শ প্রদান করেন—যে অলস ও মন্দ তাহাকে স্নেহযুক্ত ভৎর্সনায় শোধন করেন। বালকদিগের মধ্যে যে কলহ হয় তাহা তিনি নিষ্পত্তি করেন ও পিতা পুত্রের মধ্যে যে বিবাদ উপস্থিত হয় তাহাও তিনি মীমাংসা করিয়াদেন। যাহার চিত্ত পরোপকারে রত ও পরোপকার করণ যাহার আহারও পান সে ব্যক্তি ঐ চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন। হেয়ার সাহেব যখন দেখিলেন যে বাঙ্গালিরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় উন্নত হইয়াছে, তখন তাহারা ব্যবসা উপযোগী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বিখ্যাত হন, এই তাঁহার বাসনা হইতে লাগিল। ঐ সময়ে লার্ড আকলেণ্ড গবর্ণর-জেনেরল ছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি বড় আনুকূল্য করিতেন। হেয়ার তাঁহার নিকট সর্ব্বদা যাইতেন। ঐ

সময়ে কলিকাতায় একটি মেডিকেল কালেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয় কিন্তু এই সন্দেহ হইতে লাগিল যে হিন্দুবালক মৃতদেহ স্পর্শ করিতে কোন আপত্তি করিবে কিনা? এক দিবস হেয়ার সাহেব বসিয়া আছেন। মধুসূদন গুপ্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। আস্তে ব্যস্তে হেয়ার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—হিন্দুধর্ম্ম মতাবলম্বীদিগের নিকট হইতে কোন আপত্তি হইবে কি? মধুসূদন বলিলেন যদি তাঁহারা বাধা দেন, তবে পণ্ডিতের তাঁহাদিগকে পরাজয় করিবেন। হেয়ার সাহেব বলিলেন আমি আহ্লাদিত হইলাম, কল্যই লার্ড অকলেণ্ডের নিকট যাইব। ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হয়। কিছুকাল পরে ডাক্তার ব্রামলি বক্তৃতা করেন "হেয়ার সাহেবের উৎসাহ ও সাহায্যে কালেজ অনেক উপকৃত। কালেজ স্থাপিত হইবার অগ্রে হেয়ার সাহেব আপন সৎচিত্তের ভাবে গলিত হইয়া ইহার হিত সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য দ্বারা অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তিনি উপদেশ দেওন কালীন সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া শিষ্যদিগের সদ্ভাব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমার এক ২ বার বোধ হইত যে কালেজ থাকা ভার কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্য, শান্ত গুণ ও পরিশ্রম জন্য কালেজ রক্ষিত হইয়াছে। ফলতঃ হেয়ার সাহেবের সাহায্য ব্যতিরেকে একালেজ স্থাপন করা যাইত না এজন্য তাঁহার নিকট সংক্ষেপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।"

হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে মেডিকেল কালেজে অনেক ছাত্র ভৰ্ত্তি হয়। ঐ সকল ছাত্র তাহার বশীভূত ছিল সুতরাং তাহাদিগের দৃষ্টান্তে অন্যান্য বালক তাহাদিগের ন্যায় চলিতে লাগিল। কিয়ৎকাল হেয়ার সাহেব কালেজের সম্পাদক ছিলেন, তাহার পর কালেজ কউনসেলের অনরেরি মেম্বর হন।

মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হওয়াবধি হেয়ার সাহেব তথায় প্রতিদিন যাইতেন। অন্যান্য বিদ্যালয়ে যেরূপ তদারক করিতেন, মেডিকেল কালেজের বালকদিগেরও সেইরূপ তদারক করিতে লাগিলেন। আর হস্‌পিটলে যাইয়া প্রত্যেক রোগী কিরূপ আছে, ক্রমশঃ আরোগ্য হইতেছে, কি না—বা পীড়ার বৃদ্ধি হইতেছে এসমস্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়া যথাসাধ্য প্রতিকার করিতেন। সকলের পথ্য ও অন্যান্য বিষয় যাহা জানিবার আবশ্যক হইত তাহা জানিয়া রোগীদিগকে আরামে রাখিবার জন্য সম্যকরূপে চেষ্টিত হইতেন। যাঁহার চিত্ত পরোপকারে রত তাঁহার সকল কাৰ্য্য পরদুঃখ বিমোচন ও পরসুখ বিবৰ্দ্ধন জন্য হইয়া থাকে।

হিন্দুকালেজ ও হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে শিক্ষিত কতিপয় যুবক ডিরোজিও সাহেবকে সভাপতি করিয়া একাডেমিক এসোসিয়াসন নামক এক সভা স্থাপন করেন। প্রতিসপ্তাহে বৈঠক হইত ও সকলে বক্তৃতা

করিতেন। এইরূপে সকলের বক্তৃতা শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হেয়ার সাহেব প্রতিবৈঠকে উপস্থিত থাকিতেন ও পরে ঐ সভার সভাপতি হইয়া তাহার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। অনন্তর ১৮৩৪ সালে সাধারণ জ্ঞানউপার্জ্জিকা সভা স্থাপিত হয়। ঐ সভার বৈঠকে এক একজন সভ্য এক এক রচনা পাঠ করিতেন, ও তাহা লইয়া অন্যান্য সভ্যেরা তর্ক বিতর্ক করিতেন। হেয়ার সাহেব এই সভার অনরেরি ভিজিটর ছিলেন। বিদ্যা অনুশীলনার্থে যে স্থানে যাহা হইত, হেয়ার সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতেন।

১৮৩৪সালে হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরা, কালেজের নিকট বঙ্গভাষা উত্তমরূপে শিক্ষার্থে, এক পাঠশালা স্থাপন করিলেন। পাঠশালা গৃহের ভিত্তি স্থাপনের দিবস অনেকে উপস্থিত থাকেন। সকলে হেয়ার সাহেবের সম্মানার্থে তাঁহাকে প্রস্তর স্থাপন করিতে আহ্বান করেন। তৎকালে তিনি এক বক্তৃতা করেন, পরিশেষে জজ রাইন তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়া এক বক্তৃতা করেন।

যে প্রকারেই হউক এদেশের মঙ্গল সাধনে হেয়ার সাহেব কখনই ক্লান্ত হইতেন না। পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে সকল বিষয় সাহস পূর্ব্বক লিখিত হইত না। গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে লিখিলে লেখকের নামে অভিযোগ হইত, আর কোন বিষয় বিবেচনার্থে প্রকাশ্য

সভা হইত না। এইরূপ নিয়মে সাধারণ লোকেরা আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইত— ইহাতে দেশের অমঙ্গল ব্যতিরেকে মঙ্গল সম্ভব হয়না। এই দুই নিয়ম উঠাইয়া দিবার জন্য ও পার্লিয়ামেণ্টকে এদেশের চার্টর বিষয়ে এক দরখাস্ত করিবার জন্য ১৮৩৫ সালে ৩ জানওয়ারিতে টৌনহলে এক প্রকাশ্য সভা হয়। হেয়ার সাহেব উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"সভ্যগণ! যখন আমি চতুর্দিক দৃষ্টিপাত করি, ও দেখি এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া কর্ত্তব্যতা সাধন করিতেছেন তখন বোধ হয়, যে এদিন ভারতবর্ষের গৌরবের ও সৌভাগ্যের দিবস"।

১৮৩৫ সালে মরিচ দ্বীপে এদেশ হইতে কুলি পাঠান আরম্ভ হয়। যেসকল কুলির গমনে ইচ্ছা ছিলনা তাহারা ছলনা ও প্রতারণা দ্বারা প্রেরিত হইত। পটল ডাঙ্গার এক বাটীতে অনেক কুলি বদ্ধ ছিল। হেয়ার সাহেব তাহা জানিতে পারিয়া, পুলিসের সাহায্যে তাহাদিগকে খালাস করিয়া দিলেন। কুলিরা হেয়ার সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেল।

এইরূপ অহরহঃ অনেক পরোপকার হেয়ার সাহেবের দ্বারা কৃত হইত।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৩১ মে মাসের রাত্রে হেয়ার সাহেবের ওলাউঠা হয়। আপন সরদার বেহারাকে বলিলেন, গ্রেনাহে-

বকে বল, আমি বাঁচিবনা—আমার জন্য কফিন প্রস্তুত করিতে কহ। পরদিবস বেলেস্তারার জ্বালা না সহিতে পারিয়া বলিলেন—আমাকে আরামে মরিতে দেও। কিছুকাল পরে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া কলিকাতার সমস্ত লোক শোকান্বিত হইল। সহস্র সহস্র চক্ষু দিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল—কেহ বিলাপে কাতর,—কেহ নিস্তব্ধভাবে অন্তরে রোকদ্যমান—কেহ তাঁহার গুণবর্ণনে গলিত—কেহ কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিতে ভাবাক্রান্ত—কেহ যেন পিতৃশোক—কেহ যেন মাতৃশোক. কেহ যেন ভ্রাতৃশোক—কেহ যেন অকৃত্রিম বন্ধু শোকে ব্যাকুল। অঙ্গনাদিগের হৃদয় কোমল—তাহারা প্রপীড়িতা হইয়া দুঃখে মগ্ন হইলেন। বালকদিগের নয়নে অন্তরের শোক প্রকাশ হইল। হেয়ার সাহেবের মৃত্যু গ্রেসাহেবের বাটীতে হয়—মৃত্যুসংবাদ প্রচার হইলে ঐ বাটী লোকে পূর্ণ হইল। হেয়ার সাহেবের দেহ স্বাভাবিক বেশে আচ্ছাদিত—কাফিনে স্থাপিত—বদন শীতল ও শান্ত—নয়ন মুদিত—বালক ও যুবক নিকটে যাইয়া প্রেম ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া তাঁহার বদন স্পর্শ পূর্ব্বক অনিবার্য্য কাতরতায় বিগলিত বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১ জুনে ভারি দুর্য্যোগ হয়—বৃষ্টিঅবিশ্রান্ত পড়িতেছে—আকাশ ঘনমেঘে আচ্ছন্ন—রাস্তাসকল জলে সিক্ত, তথাচ লোকারণ্য হইল—মৃতদেহের সঙ্গে ন্যূনাধিক

পাঁচহাজার লোক চলিল—গাড়িতে রাস্তা পূর্ণ—কয়েক খান। কৃষ্ণবর্ণ শোক চিহ্নিত গাড়িতে ছোট ছোট বালক আরূঢ় হইল। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালীন, ঐ মহাত্মার সমাধি হইল। সমাধি হিন্দুকালেজের সম্মুখে হইয়াছিল। তাহার উপর যে কবর নির্ম্মিত হয়, তাহার ব্যয় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এক এক টাকা চাঁদা দিয়া নির্ব্বাহ করে। চাঁদা এত হইল, যে কতক চাঁদা আদায় করণ আবশ্যক হইল না।

কিয়ৎ কাল পরে, এক প্রকাশ্য সভাতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি করণ ধার্য্য হয় ও ঐ প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার স্কুলের নিকট প্রকাশ্যরূপে স্থাপিত হইয়াছে।

হেয়ার সাহেব এতদ্দেশীয় লোকের মহোপকারী, এজন্য তাঁহার স্মরণও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বৎসর বৎসর ১লা জুন তারিখে এক সভা হয় ও ঐ বৈঠকে বক্তৃতা হইয়া থাকে।

হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থে হেয়ার প্রাইজ কমিটি নামক এক কমিটি আছে। তাঁহাদিগের উৎসাহে ও আনুকূল্য অনেক অনেক ভাল ২ বিষয় রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ কমিটি কেবল স্ত্রীলোক শিক্ষা উপযোগীপুস্তকাদি প্রকাশ করণ ধার্য্য করিয়াছেন।

হেয়ার সাহেব ঘড়ির কারবার হইতে ক্ষান্ত হইয়া

অল্প পরিমাণে বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায় এই যে যদি লাভ করিতে পারেন তবে ঐ লাভ পরোপকারার্থে অর্পন করিবেন। তাঁহার স্বীয় অভাব অতি অল্প ছিল। সামান্য বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন ও সামান্য রূপে ভোজন করিতেন—পানীয়—দুগ্ধ, জল ও চা মাত্র। দৈবযোগে তাঁহার সকল টাকা নষ্ট হইল ও তিনি ঋণ পাশে বদ্ধ হইলেন। একটি অর্দ্ধনির্ম্মিত বাটী ছিল তাহা গাঁথিয়া দিয়া পাওনাদার দিগকে দিলেন ও আপনি গ্রে সাহেবের বাটীতে আসিয়া থাকিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার দুই সহোদরের কাল হওয়াতে শোকে মগ্ন হইলেন। কিন্তু যদিও ক্ষতি ও শোকে পীড়িত তথাচ তাঁহার শান্তভাবের হ্রাস হয় নাই। দৈনিক কার্য্য সকল পূর্ব্ববৎ করিতেন—বালকেরা বিরক্ত করিত কিন্তু তিনি সমাহিত থাকিতেন। যে সকল মহাত্মা শোক দুঃখে সমাহিত থাকেন—তাঁহারা আত্মার শান্ত ও শিব ভাব প্রতীয়মান করেন।

হেয়ার সাহেবের জীবন পাঠে কেনা উন্নত ভাবে স্থিত হইবে? যে ব্যক্তি নিষ্কাম চিত্তে আপন বল, বুদ্ধি ও অর্থ—আপন জীবন পরোপকারার্থে—পরসুখার্থে অর্পন করিয়াছিলেন—যিনি আপনার সুখ অন্বেষণ করেন নাই—ও যাহার কোন পার্থিব বাসনা ছিল না, তিনি দেব ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা কেনা স্বীকার করিবে?

জগদীশ্বর আমাদিগকে এই কৃপা করুন যে হেয়ার সাহেবের যেরূপ শুদ্ধ প্রেম ছিল, সেই শুদ্ধ প্রেমে আমরা যেন পরিপূর্ণ থাকি।

সম্পূর্ণ।